২৯-১১-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - প্রত্যেক অভিনেতা আত্মা অর্ধেক সময় সুখ আর অর্ধেক সময় দুঃখের অভিনয় করে - এও এক ঈশ্বরীয় নিয়ম । "

প্রশ্ন :- বাবা যা বোঝান, সেই বোঝানো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে যথার্থ রীতিতে কবে বসবে ?

উত্তর :- যখন বাচ্চাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হবে । যত পুরুষার্থ করে খাদ বের হতে থাকবে , ততই বাবার বোঝানো , বুদ্ধিতে বসতে থাকবে । এখনো পর্যন্ত বাচ্চারা সতোগুণে খুব মুশকিলে পৌঁছাতে পারে । প্রত্যেকের পুরুষার্থ তাদের নিজেদের ওপর নির্ভর করে । কেউ সতো, কেউ আবার তমো । কিন্তু তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে ।

গীত :- দূর দেশের অধিবাসী .....

ওম্ শান্তি । যখন কোনো মেলা বা প্রদর্শনীতে বাচ্চারা বুঝিয়ে বলে, তখন যে কথা বোঝানোর প্রয়োজন ,তা অবশ্যই বোঝাতে হবে । সেখানে এই কথা তো অবশ্যই বোঝাতে হবে যে সমস্ত আত্মা ভাইয়েদের বেহদের বাবা হলেন একজনই । এই কথাও জিজ্ঞেস করতে হবে যে ভারতের আদি সনাতন ধর্ম কি ? ওরা তো আদি সনাতন হিন্দু বলেই ভাবে । ইসলামী , বৌদ্ধ , খ্রিস্টান এরা সকলেই জানে যে এদের ধর্ম কে এবং কবে স্থাপন করেছিলেন । ভারতবাসীদের কি হিন্দু ধর্ম নাকি দেবী -দেবতা ধর্ম । এই ধর্ম কে এবং কবে স্থাপন করেছিলেন ? এইকথা ভারতবাসীরা একদমই জানে না । এই কথা বোঝানোর জন্য অত্যন্ত জরুরী । এই কথা কারোরই খেয়ালে আসে না । ভারত প্রাচীন দেশ , এই গায়ন আছে । কিন্তু তারা জানেই না যে আমাদের ধর্ম ছিলো আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম । সেই সময় এখানে লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজত্ব করতেন । তাঁরা কিন্তু নিজেদের হিন্দু বলতেন না । আচ্ছা , হিন্দু ধর্মেরও কোনো সময় থাকা উচিত । রাজা বিক্রমের সময় , হতে পারে যখন থেকে দেবতারা বামমার্গে চলে গিয়েছিলো , সেই সময় থেকেই তোমরা নিজেদের হিন্দু বলতে শুরু করেছিলে , অথবা বিক্রমের সময় । তাহলে সময় অর্ধেক - অর্ধেক হয়ে গেলো । সেই সময় তাকে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম বলবে না । যখন ধর্ম স্থাপন হয় তখন থেকেই এই ধর্মের সময় বলা হয় । এই ধর্ম কে স্থাপন করেছিলো ? রাজা বিক্রমের সময়কে রাবণ স্থাপন করেছিলো । সেই সময় থেকেই মানুষের কর্ম বিকর্ম শুরু হয় । কর্ম , অকর্ম , বিকর্ম এই নাম তো আছেই । তাহলে সেই সময় থেকেই রাজা বিক্রমের সময় চলেছিল এবং তা অর্ধেক সময় ধরে চলেছিলো । এখন এই রাজা বিক্রমের সময়কেই হিন্দুদের সময় বলা হয় কি ? সুতরাং এই কথা জিজ্ঞেস করতে হবে যে ভারতের আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম কখন স্থাপন হয়েছিলো ? এই কথা জানতেই হবে । এ খুবই সুক্ষ্ম কথা । যখন এই কথা বুঝতে পারবে তখন তোমরা হিসেব করতে পারবে যে , একদিন নতুন দুনিয়া ছিলো তারপর অবশ্যই দিন রাত হয় । এমন অর্ধেক দিন এবং অর্ধেক রাত অবশ্যই হবে । এ হলো এক ঈশ্বরীয় নিয়ম , এইকথা অবশ্যই সকলকে বোঝাতে হবে । এমন কথা এর আগে কেউ কখনোই বলে নি । খৃষ্টানদেরও অর্ধেক সুখ এবং অর্ধেক দুঃখের পার্ট চলবে । এইকথা যা আমি বোঝাই তাতে ইতিহাস এবং সমস্ত ভৌগোলিক অবস্থান সব এসে যায় । যেসব মানুষ এই পৃথিবীতে আসে তারা দুঃখ এবং সুখ দুইধরনের জীবনই পায় । এক বা দুই জন্মের জন্য এলেও সুখ এবং দুঃখ অর্ধেক - অর্ধেক ভোগ করবে । এ হলো এক ঈশ্বরীয় আইন । প্রদর্শনীতে যখন মানুষ

এইসব কথা শোনে তখন খুব ভালো বলতে থাকে । যেই বাইরের জগতে যায় , তখনই সব ভুলে যায় । বিশেষ কয়েকজনই এই বিষয়ে গুরুত্ব দেয় । কেউ কেউ একমাস ধরে এসে পড়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায় । কেউ ১০ মিনিটের জন্য বুঝতে আসে , কেউ আবার এক ঘন্টা , কেউ বা কিছু সময় ধরে এসে পরিশ্রান্ত হয়ে যায় । সেন্টারে এমন ধরনের হতেই থাকে । কিভাবে এই দৈবী সম্প্রদায় তৈরী হচ্ছে । এও খুব আশ্চর্যের বিষয় যে - নতুন দুনিয়ার ধর্ম এই পুরোনো দুনিয়াতেই তৈরী হচ্ছে । এই কথা তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই আসে । বাবার সাহায্যে তোমরা তোমাদের ৮৪ জন্মকে জানতে পেরেছো । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাতে আসি, তাই অবশ্যই সেই কথা শেষের দিকে এসেই শোনাবো । দ্বাপরের মাঝামাঝি এসে তো আর শোনাবো না! যেহেতু শেষের দিকে যারা জন্মাবে তারা তখনো জন্মায় নি । রাজযোগের জ্ঞান দ্বাপরে পাওয়া যায় না । মহাভারতের লড়াইও দ্বাপরে হয় নি । মহাভারত লড়াইয়ের পরই সত্যযুগ স্থাপন হয় অর্থাত্ দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন হয় । তারও আগে ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন হয় , তাই এই ব্রাহ্মণ ধর্ম অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপিত হয় । তাই তোমরা তো ব্রাহ্মণ জন্ম তো নাওই । বিরাট রূপ যা দেখানো হয়েছিলো , সেখানে শিবকেও দেখানো হয় নি আর ব্রাহ্মণের শিখাও দেখানো হয় নি । প্রদর্শনীতেও এই বিরাট রূপের চিত্র আবশ্যক । ব্রহ্মার দ্বারা প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ রচনা করা হবে । এখন এই ব্রাহ্মণ কখন এবং কোথায় রচনা করা হয় । ব্রাহ্মণের হলো এই সঙ্গম যুগ । আর শূদ্রদের হলো কলিযুগ । এখন তোমরা নিজেদের প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলে পরিচয় দাও । প্রজা হলো মনুষ্য সৃষ্টি , তাই সেখানে তো অবশ্যই ব্রাহ্মণ থাকবে । ক্রাইস্টকে খৃষ্টান ধর্মের পিতা বলা হয় । আর ইনিহলেন প্রজাপিতা । ভগবান ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন । এমন নয় যে তিনি ক্রাইস্ট বা বুদ্ধের দ্বারা এই সৃষ্টির রচনা করেন । এই মনুষ্য সৃষ্টির শুরু ব্রহ্মার দ্বারা হয় । তাই প্রথমের দিকে অবশ্যই ব্রাহ্মণের রচনা করা হয় । এই ব্রাহ্মণদেরই বাবা দেবতা বানান । এই বিরাট রূপও ভারতেই দেখানো হয় , অন্য কোথাও এই বিরাট রূপ বানানো হয় না । এইসব নতুন কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । নতুন নতুন পয়েন্টও বেরোতে থাকে আবার পুরোনো পয়েন্টও বেরোতে থাকে কেননা নতুন বাচ্চাদেরও কিছু নতুন আবার কিছু পুরোনো পয়েন্টস পাওয়া দরকার , যা তারা বুঝতে পারে । যতক্ষন বাদশা আর তাঁর বাদশাহী এই বুদ্ধিতে না থাকবে ততক্ষণ তারা আর কি বুঝবে । তোমরা জানো যে বাদশা আর তাঁর বাদশাহী সম্বন্ধে কাউকে বোঝানো খুবই সহজ । বাবাতো সবারই এক , তিনি অবশ্যই এখানে আসেন । শিব জয়ন্তী ভারতেই পালন করা হয় । অথচ ভারতবাসীরা জানেই না যে শিব জয়ন্তী কি । না এই কথা ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শংকর জানে , না কৃষ্ণ জানে । শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব কবে ছিল , তাও কেউ জানে না । ক্রাইস্টও এখানে থেকে গেছেন , তাদের পোপেদেরও সম্পূর্ণ লিস্ট আছে । কিন্তু ভারতবাসীরা এই কথা জানে না যে লক্ষ্মী - নারায়ণও এই ভারতেই রাজত্ব করে গেছেন । যে সব চিত্র মানুষ বানায় , যাঁদের পুজো করে তাঁদের কাজ সম্বন্ধে কেউই জানে না । দেবতাদের থেকে ক্ষত্রিয়রা কিভাবে রাজত্ব নিয়েছিলো , সেটা কি লড়াই করে নিয়েছিলো ? রাজত্ব যখন বদল হয়েছে তখন নিশ্চই কেউ বিজয় পেয়েছিলো ।এখানে কিন্তু এইভাবে হয় না । বাবা তো খুব ভালোভাবেই রাজত্ব দেন । মানুষ কতো অন্ধকারে পরে আছে । তোমরা কতো আলোর সন্ধান পাও । আবার এমনও নয় সবারই সমস্ত কথা মনে থাকে । না হলে বাবা যা যা বুঝিয়েছেন সবই প্রদর্শনীতে বোঝানো উচিত । অনেকে প্রদর্শনীতে একদিন আসে আবার দ্বিতীয় দিন আসে না । কিছুই বোঝা যায় না যে তারা বুঝতে পারলো নাকি পারলো না । মতামতে এই কথা লেখানো উচিত যে , আমরা এই কথা জানতাম না দেবী - দেবতা ধর্ম কোথায় গেলো । তাদের হিন্দু ধর্ম শুরুর সময় বলো । কবে থেকে হিন্দু ধর্ম শুরু হয়েছিলো ? এক এক জন কেমন করে

বোঝায় তা জানা যায় না । সেই কারণে মতামত রাখার জন্য লোক রাখা উচিত । তোমরা এই কথা সিদ্ধ করে বলো । 5000 বছরের এই চক্র তোমরা লেখো । বিভিন্ন কাল সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না । এই কথা কি কোনো শাস্ত্রে শুনেছো ? তাহলে আমরা কোথা থেকে শিখেছি । তাহলে অবশ্যই আমাদের ভগবান শেখাচ্ছেন । ভগবান ছাড়া কেউই এই কথা বোঝাতে পারবে না ।তিনি অবশ্যই অন্য কারোর শরীরে আসবেন । পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন । তিনি আদি – মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দেন । তাঁর নাম হলো শিব । ভক্তিমার্গে মানুষ তাঁর অনেক নাম রেখে দিয়েছে । কম করে দেড় লাখ নাম মানুষ নিজেদের ভাষায় রেখে দিয়েছে । তিনি বাচ্চাদের রোজ কতো বোঝান । কিন্তু সম্পূর্ণ শুদ্ধ বুদ্ধি এখনো তোমাদের হয় নি । তোমরা যদি পুরুষার্থ করতে থাকো তবে এই খাদ বের হয়ে যাবে । এখনো পর্যন্ত বাচ্চারা সতোগুণে খুব মুশকিলে পৌঁছাতে পারে । তাতেও কেউ তমো, সতোপ্রধান , সতো,রজো , তমো এই গুণে নম্বর অনুসারে যেতে পারে । প্রত্যেকের পুরুষার্থ তাদের নিজেদের হিসেবেই চলে । এই সময় মানুষের হলো বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি । শুধুমাত্র পাণ্ডবদের ছিলো প্রীত বুদ্ধি । তাই তাঁদেরই জয় হয়েছিলো । অসুর আর দেবতা , এরা দুজনেই মানুষ । এমন নয় যে অসুরদের মুখের আকৃতি ভয়ানক হয় । তারা লড়াইতে গোলা , গ্যাস ইত্যাদির থেকে বাঁচার জন্য ওই ধরনের পোশাক পড়তো । তারা হলো আসুরী সম্প্রদায় আর তোমরা হলো রাম সম্প্রদায় কারণ তোমরা ৫ বিকার ছেড়ে দিয়েছো । পবিত্র হয়ে তোমরা সারা বিশ্বে রাজত্ব করবে । তোমাদের কারোর সাথে কোনো লড়াই , ঝগড়া নেই । বাবা কতো কথা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন । কেউ কেউ এক মাস , দুমাস এসে তারপর পরিশ্রান্ত হয়ে যায়া তখন বোঝানো হয় , ভাগ্যে না থাকলে আর কি হবে । সাধারণ প্রজাতে চলে আসবে । প্রজা তো অনেকই হবে । এখনো দেখো , কতো প্রজা । কোনো দিকে অন্ন না থাকার কারণে মানুষ খিদেয় মারা যায় । কোনো দিকে বৃষ্টি না আসার কারণে আকাল এসে যায় । এতে সরকার কি করবে ? এ হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয় । এর পরে মুসলধারে বৃষ্টি হবে । বিনাশ তো হতেই হবে । তোমরা পূর্বে যা সাক্ষাত্কার করেছো , এখন তা প্রত্যক্ষভাবে হবে । এই সাক্ষাত্কারে একজনই কৃষ্ণের মহল দেখবে । সবাই তো দেখতে পাবে না । আচ্ছা , দেখবে বিনাশ হয়েছে , শরীর ত্যাগ করবে তখন সবকিছু ভুলে যাবে । সমস্ত দুনিয়াই শেষ হয়ে যাবে । তারপর এই দুনিয়াই বদলে যাবে , তখন তোমরা সবকিছু ভুলে যাবে । এখন তোমাদের মধ্যে শুরু থেকে নিয়ে শেষ অবধি সমস্ত জ্ঞান আছে । মূলবতন এবং সুক্ষ্মবতনের চক্র কেমনভাবে হয় সেই জ্ঞানও বাবা তোমাদের দিয়ে দিয়েছেন । যে যতো বেশী জ্ঞান ধারণ করবে তার নেশা তত বেশী বাড়তে থাকবে । এখন আমরা মাষ্টার জ্ঞানসাগর হয়ে গেছি এরপর যখন বিনাশ হবে তখন আমাদের শরীর শেষ হয়ে যাবে । এই জন্ম পর্যন্তই এই জ্ঞান থাকবে । সুতরাং বুদ্ধিতে এই নেশা থাকা দরকার যে আমরা এই শরীর ছেড়ে গিয়ে রাজা রাণী হবো। সাধারণ মানুষতো পড়াশোনা করে গিয়ে নিজের কামাই বা রোজগার করে । বাবা বলেন যে আমি কোনো কামাই করি না । আমি তোমাদের শিখিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যাই । তোমরা কামাইও করো আবার তা হারিয়েও ফেলো । তোমাদের আদি – মধ্য এবং অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । বাবারও এই জ্ঞান আছে, যা তিনি বসে পার্ট অনুসারে শেখান । তারপর বাবাও নির্বাণধামে চলে যানা সমস্ত আত্মারাও চলে যাবে । তারপর নতুন দুনিয়ায় যাদের যাদের পার্ট থাকবে তারা রাজধানীতে পর পর আসতে থাকবে । বাকি সময় শান্তিধামে থাকবে । উঁচু পদ পাওয়ার জন্য বাচ্চারা কত জ্ঞান প্রাপ্ত করছে । নতুন কারোর কারোর বুদ্ধিতে এইকথা বসে না । শুধু তারা এই কথাই বলে , এই জ্ঞানের কথা খুব সুন্দর । তারপর তারা নিজেদের কাজ কারবার করতে চলে যায় । বাইরে গেলেই মায়া সব ভুলিয়ে দেয় , বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দেয় , কোনো কোনো বাচ্চার এই হালও হয় ।

তাদের সম্পূর্ণ ধারণা হয় না । প্রথমে কেউ এলে তোমরা তাদের বলো , এখানে সবাই ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা এই বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করছেন । এখন হলো কলিযুগের অন্ত সময় , এরপর সত্যযুগ । তাই ব্রহ্মার বাচ্চারা সবাই ব্রহ্মাকুমার যাঁরা পরে দেবতা হবে । এমন সেবার খবর বাবা পেলে বাবা তখন রায় দেবেন । কিন্তু বাবাকে সকলে সম্পূর্ণ কথা শোনায় না । অনেকের উপরেই কুগ্রহের প্রভাব আসে । এখনই দেখো ফার্স্টক্লাস আবার কিছুদিন পর থার্ডক্লাস হয়ে যায় । কুগ্রহের প্রভাব না থাকলে আশ্চর্যভাবে পালিয়ে যাবে কেন ? যেসব বাচ্চারা প্রদর্শনীতে গিয়ে খুব ভালোভাবে সেবা করে , তারা তাদের নিজের সময়কে সফল করে তোলে । বাপদাদাকে কখনোই ছাড়া উচিত নয় । বাবা বাচ্চাদের ভালোর জন্য কিছু বললেও পরমুহূর্তে ভালোও বাসেন । বাবা বাচ্চাদের সম্বন্ধে কোনো খারাপ কিছু মনে ধারণ করে রাখেন না । বাবা কেবলমাত্র শিক্ষা দেবার জন্য এই কথা বলেন । এখানে বাচ্চাদের টোলী খাওয়ানো হয় কেননা তিনি বেহদের বাবা । লৌকিক বাবা যখন বাজার থেকে আসেন তখন তার বাচ্চাদের কথা অবশ্যই মনে পরে । কিছু না কিছু টোলী তিনি নিয়েও আসেন । সেন্টারের বাইরে এই টোলী পাওয়া যায় না । এই বাবা সামনে বসে আসেন । বাবা সবকিছু বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । দ্বাপর যুগ থেকে যে সকল মুনি ঋষি সতোপ্রধান ছিলেন যাদের বুদ্ধির তালা লাগা ছিলো না, তারাও বলেন রচয়িতা আর রচনাকে আমরা জানি না । আজ কলিযুগে সবার বুদ্ধিতে তালা লেগে আছে , তারা কি করে জানতে পারবে । শাস্ত্র তো ওই ঋষি - মুনিরাও পড়তেন । বোঝার জন্য তোমরা আনেক পয়েন্টই পাও । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভগবান আমাদের পড়িয়ে ভগবান - ভগবতী বানান - এই খুশী বা নেশাতে থাকতে হবে । রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ করে অন্যকে তা শোনাতে হবে ।

২) যেমনভাবে বাবা বাচ্চাদের কোনো কথা মনে ধারণ করে রাখেন না , এমনই কারো কোনো খারাপ কথাই মনে রাখবে না ।

বরদান :- তিন কালকে সামনে রেখে সমস্ত কাজে সফল হয়ে সদা বিজয়ী হও ।

লৌকিক রীতিতেও যারা বুঝদার হয় , তারা আগে পিছে চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নেয় । এখানেও তোমরা বাচ্চারা যে কোনো কাজ করার সময় তিন কালকে সামনে রেখে করো , কেবলমাত্র বর্তমানকে দেখো না ,বেহদের বুদ্ধিকে ধারণ করো আর বিজয়ী মনোভাবের নিশ্চয়তার আধারে বা ত্রিকালদর্শীর আধারে সমস্ত কর্ম করো বা সমস্ত কথা বলো তাহলেই বলা হবে অলৌকিক বা অসাধারণ ।

স্লোগান :- হদের সমস্ত কিছু ছেড়ে এক বাবাকে সাহারা যদি বানিয়ে নাও তাহলে পার হতে পারবে।